দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 FEB 2007
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

শিক্ষক সিনেটর ও সিন্ডিকেট সদস্যদের বর্জনের মুখে ঢাবির সমাবর্তন আজ

ড. ইউনূসের আগমনের প্রতিবাদে কালো দিবস পালন করবে ছাত্রছাত্রীরা

মামুন-অর-রশিদ/মাজহারুল আনোয়ার শিপু ॥ প্রগতিশীল ধারার শিক্ষক সিনেটর ও সিন্ডিকেট সদস্যদের বর্জনের মুখে আজ বুধবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩ তম সমাবর্তন। বিএনপি-জামায়াতের রেখে যাওয়া প্রশাসন কর্তৃক সমাবর্তনের মতো একাডেমিক অনুষ্ঠানের রাজনৈতিকায়নের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দল এবং বাম সমর্থক গোলাপী দলের শিক্ষকবৃন্দ, ১৮ সিনেটর, দু'জন ডিন, তিনজন (২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক সিনেটর ও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিন্ডিকেট সদস্য সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ড. ইউনূসের আগমনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার মিছিল-সমাবেশ করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ড. ইউনূসের আগমনের প্রতিবাদে দিনটিকে 'কালো দিবস' হিসাবে পালন করবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃপক্ষের 'লুকোচুরির' ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবারের সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনামূলক সমাবর্তন বক্তব্য ছাড়াই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সমাবর্তনের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

সমাবর্তনের মতো অনন্যগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান সর্বজনীনতা হারিয়ে একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এবারের সমাবর্তনে বিভিন্ন দর্শের-অনুষদের ৭ হাজার ৭শ' ৫৫ শিক্ষার্থী সনদ গ্রহণ করবেন। এই সমাবর্তনে নোবেল জয়ী ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ল'জ ডিগ্রী দেয়া হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। সমাবর্তনের সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে বলে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ দাবি করেছেন। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের ড্রেস রিহার্সেল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা কেন্দ্রের মাঠে ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে বিশাল প্যান্ডেল। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়েছে বেসামরিক নিরাপত্তা কর্মীদের। তবে ছাত্র-শিক্ষকদের একটি বড় অংশের বর্জনের মুখে সমাবর্তনের উৎসবমুখর পরিবেশ এবার তৈরি হয়নি।

উপাচার্যের সংবাদ সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ মঙ্গলবার উপাচার্যের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান। ১০ দিন আগে ড. ইউনূসের দেয়া চিঠির ব্যাখ্যা ১০ দিন পরে দিয়ে নোবেল বিজয়ী এই সম্মানী ব্যক্তিকে কেন তিনি বিতর্কিত করেছেন— সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দিতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিবাদ-বর্জনের হুমকি কেন কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় না নিয়ে একটি খণ্ডিত সমাবর্তন করছেন সে প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, আমার কাছে আট হাজার শিক্ষার্থী যাঁরা সনদ গ্রহণ করবেন তাঁদের বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। সমাবর্তনের মতো একটি একাডেমিক কর্মসূচীকে কেন তিনি নবাগত এক রাজনীতিকের প্লাটফরম হিসাবে ব্যবহার করছেন সেই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান জানাচ্ছি। সমাবর্তন সব সময় একটি সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান। এখানে কোন বক্তা কতটুকু বলবেন, কি বলবেন— সব কিছুই আগে থেকে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু এবার উপাচার্য বলেছেন, ড. ইউনূস ডিগ্রী গ্রহণের পর বক্তব্য দেবেন। তবে সেটি সমাবর্তন বক্তব্য নয়, ডিগ্রী গ্রহণের বক্তব্য।

প্রগতিশীল শিক্ষকদের বর্জন ঘোষণা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদী শিক্ষকরা মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- অধ্যাপক স.ম ইমামুল হক, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক কবি মুহম্মদ সামাদ, অধ্যাপক এম এ মালেক, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপিকা সাদেকা হালিম, অধ্যাপিকা নাজমা শাহীন আখতার প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সমাবর্তনে পৌরহিত্য করার নৈতিক অধিকার নেই বলে সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা দাবি করেন। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্বপালনকালে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা পুলিশ বাহিনী তখন প্রতিবাদী জনতার ওপর ট্রাক চাপা দিয়ে মানুষ হত্যা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক তাঁর কাছে স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি স্মারকলিপি গ্রহণ করা দূরে থাক, শিক্ষকদের বঙ্গভবনের গেট পর্যন্ত যেতে দেননি। আজ দেশে জরুরী অবস্থাসহ অগণতান্ত্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনেই রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদই মূলত দায়ী বলে অভিযোগ করে শিক্ষকরা বলেছেন, যে চ্যান্সেলরের হাত রক্তে রঞ্জিত তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসমাপনী অনুষ্ঠানে মেনে নিতে পারে না। অতীতে বিভিন্ন সময়ের রীতি অনুযায়ী তিনি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজে না এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ড. ইউনূসের চিঠি নিয়ে উপাচার্যের চাতুর্যে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি চিঠি ব্যাখ্যা কেন ২৫ ফেব্রুয়ারি জানানো হবে। কেন তিনি এই লুকোচুরি খেলেছেন, এর পেছনে কি দুরভিসন্ধি আছে— তা স্পষ্ট না করে উপাচার্য শঠতা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ বছরের ইতিহাসে এমন কোন শঠতার উদাহরণ নেই উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এই কুটিলতার মাধ্যমে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দেয়ার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, একটি একাডেমিক প্রোগ্রাম হিসাবে সমাবর্তনে ডিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ডিন সাইটেশন পাঠ করার পর ছাত্রদের হাতে সনদ তুলে দেন। কিন্তু তিনি কর্তৃপক্ষের শঠতার কারণে সমাবর্তন বর্জন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ সমাবর্তন বর্জনের সিদ্ধান্ত টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপিকা সাদেকা হালিম বলেন, সিন্ডিকেট সভায় উপাচার্য সমাবর্তন বক্তা নির্ধারণ নিয়ে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। উপাচার্যের পাশ কাটিয়ে বক্তব্য দেয়ার রীতির প্রতিবাদ জানিয়ে সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে তাঁরা তিনজন সমাবর্তন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। আট হাজার শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে সমাবর্তনে যাওয়া উচিত কিনা প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন, ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে যেনতেনভাবে সমাবর্তন আয়োজন করাই বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিতে আঘাত হানে।

সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিবাদ

নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের আগমনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রী মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। তাঁরা সংবাদ মাধ্যমকে বলেছে, সুদখোর-বিদেশী শক্তির এজেন্ট ড. ইউনূস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের কোন অধিকার রাখে না। তাঁরা বলেছে, চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপারে মার্কিনীদের সুরের সঙ্গে ড. ইউনূসের একই সুর। ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক থেকে বিতর্কিত ব্যক্তি ড. ইউনূসকে ডিগ্রী দেয়ার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।